রাধা ফিল্মসের পরিচালনায়

মতিমহল থিয়েটারের হাস্যরসাত্মক

কথা-চিত্র

Released 13-8-1938

বেকার নাশন

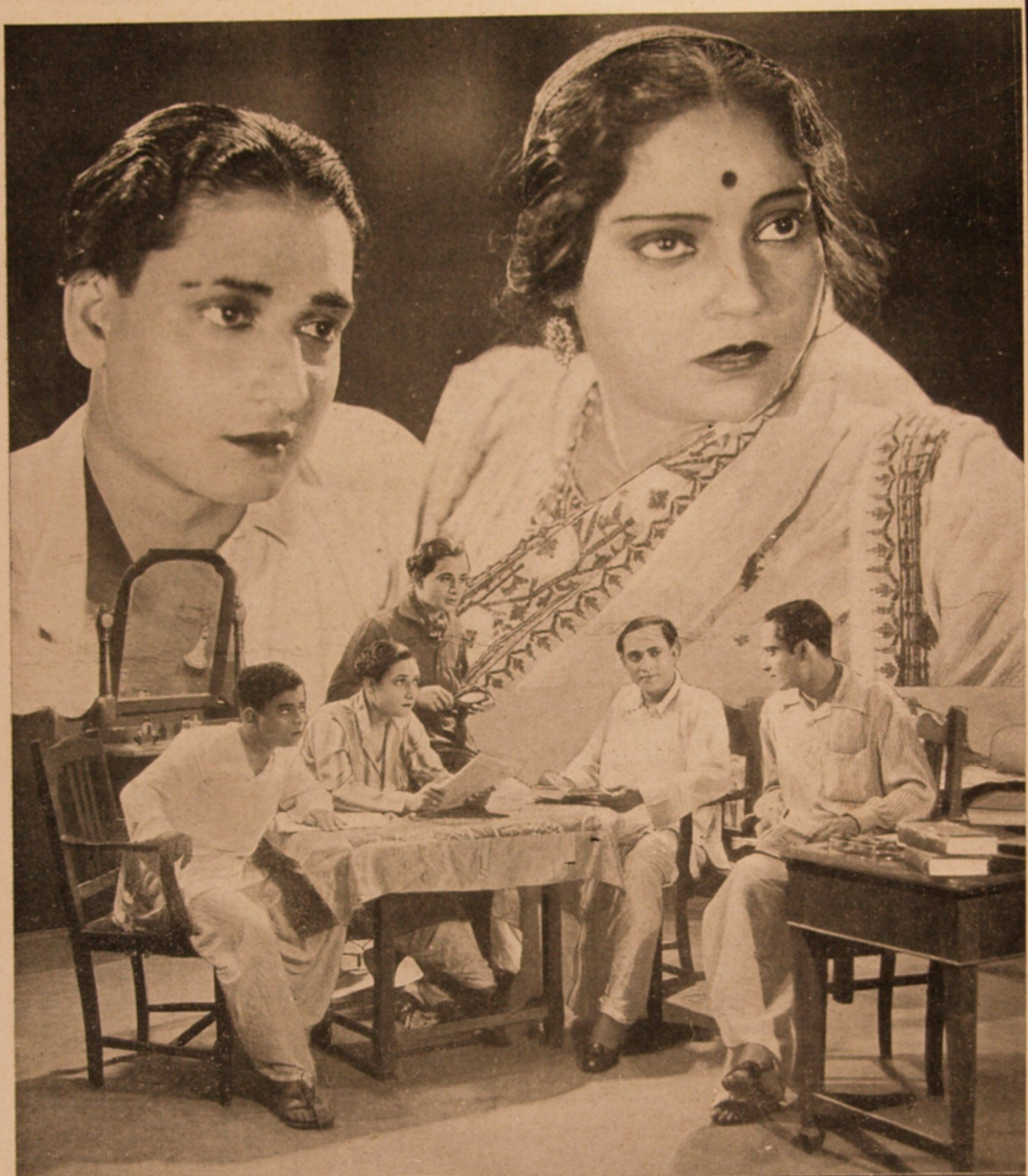

রাধা ফিল্মসের পরিচালনায়

মতিমহল থিয়েটারের হাস্যরসাত্মক -

কথা-চিত্র

বেকার নাশন

রাধা ফিল্মসের তত্ত্বাবধানে

মতিমহল থিয়েটার্সের

হাস্য-রসাত্মক চিত্র-নিবেদন

বেকার-নাশন

কাহিনী : অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় এম্-এস্-সি

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা : জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোক-চিত্র-শিল্পী : যতীন দাস

শব্দ-যন্ত্রী : নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ

প্রথমারম্ভ : ১৩-ই আগষ্ট :: উত্তরা

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর প্রচার বিভাগ হইতে
শ্রীবিধুভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত

অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ

ব্যবস্থাপক : যমুনাধর তোদি

দৃশ্য-সজ্জা : শঙ্কর ঘুরাজী কাশ্‌কর ও রামচন্দ্র পাওয়ার

চিত্র-কার্য্য : এস্. এচ্. এ. শাহ্

ঐ সহকারিগণ :-পঞ্চানন মুখার্জি, জ্যোতি রায় ও মণীন্দ্র নাথ সামন্ত

সহকারী প্রয়োগ-শিল্পী : সুকুমার মিত্র

সহকারী আলোক-চিত্র-শিল্পী : রাধিকাজীবন
কর্ম্মকার ও মুরারীমোহন ঘোষ

সহকারী শব্দ-যন্ত্রী : জ্যোতি সেন

আবহ-সঙ্গীত এবং নৃত্যপরিকল্পনা : কুমার মিত্র

সুর শিল্পী : কুমার মিত্র ও ধীরেন দাস

রূপ সজ্জা : বসন্তকুমার দত্ত ও ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়

স্থির-চিত্র : ক্ষেত্রমোহন দে

ঐ সহকারী : কৃষ্ণব্রত হালদার ও চারু দে

প্রচার-শিল্পী : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐ সহকারী : ফণীন্দ্রনাথ মিত্র এবং অজিত চট্টোপাধ্যায়

তড়িৎ-নিয়ন্ত্রণ : কুলেন্দ্র চৌধুরী

রসায়নাগারাধ্যক্ষ : অবনী রায়

ঐ সহকারিগণ : চণ্ডীচরণ শীল, রবীন দাস ও সুধীর ঘোষাল

সম্পাদনা : অমর চট্টোপাধ্যায়

ঐ সহকারিগণ : অরবিন্দ মিত্র ও যামিনী নন্দন

ভূমিকায়

য়্যাটর্ণী মিঃ বোসের বিদূষী কন্যা
রেবা ঃ শ্রীমতী রাণীবালা

নীতিবাগীশ নায়েব-গৃহিণী
শ্রীমতী দেববালা

য়্যাটর্ণী-কন্যার সুযোগ্যা পরিচারিকা
কমল ঃ শ্রীমতী ছায়া

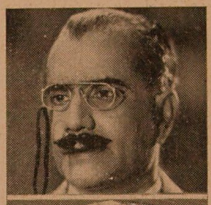

বিপত্নীক য়্যাটর্ণী
মিঃ বোস ঃ নরেশ মিত্র

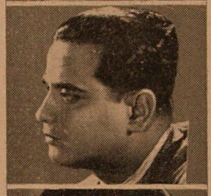

বেকার নাশন কোম্পানীর
সেক্রেটারী
সোমেন ঃ জহর গাঙ্গুলী

নীতিবাগীশ নায়েবের নট পুত্র
রবীন ঃ সুশীল রায় (এঃ)

নীতিবাগীশ নায়েব
জনার্দ্দন ঃ মন্মথ পাল
(হাঁদুবাবু)

নায়েবের অতিপুরাতন ভৃত্য
হাঁদারাম ঃ কুমার মিত্র

নায়েব-বন্ধু
পীতাম্বর ঃ তুলসী চক্রবর্ত্তী

*

অন্যান্য ভূমিকায়
মৃণাল ঘোষ
অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মাষ্টার অজিত
সুকুমার মিত্র
পুলিন অর্ণব
অনিল চট্টোপাধ্যায়
রবীন সরকার
শ্রীমতী বেলা
ধীরেন পাত্র
ধীরেশ মজুমদার
ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য
বিশ্বনাথ ঘোষ
শ্রীমতী আঙ্গুর
বিমল গোস্বামী
উমাতারা দেবী
জানকী ভট্টাচার্য্য

*

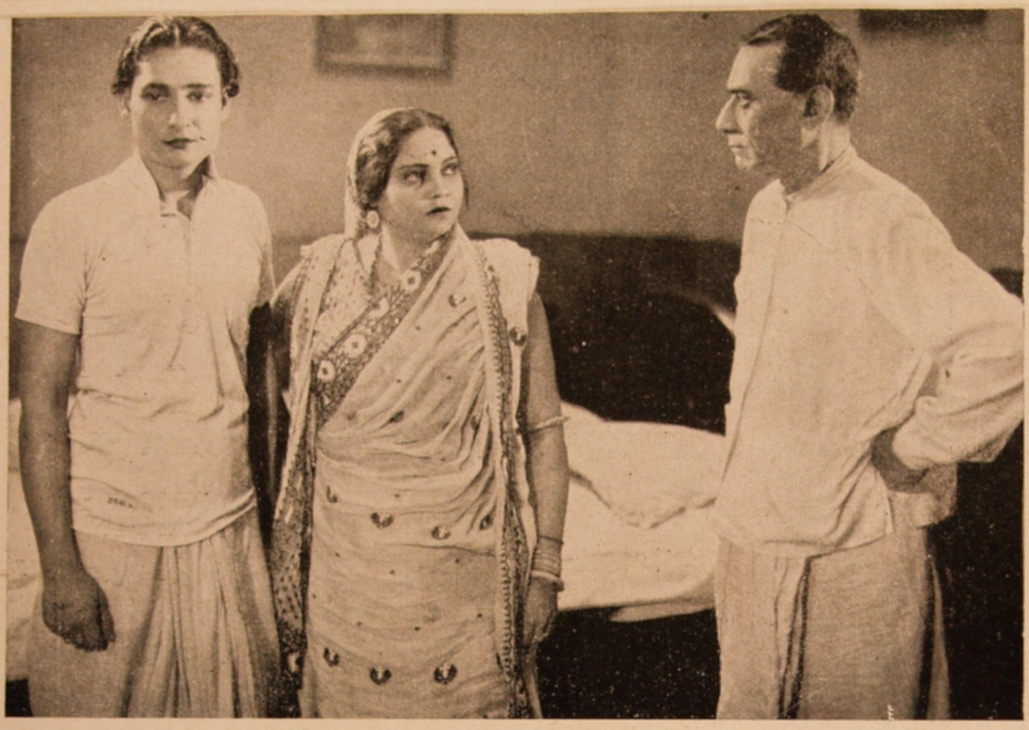

বেকার-নাশন

(গল্পাংশ)

রাণাঘাটের জমিদার-বাড়ীর প্রাঙ্গণে, গ্রামের অবৈতনিক তরুণ নাট্য-সম্প্রদায় 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকাভিনয় করছে। উক্ত অভিনয়ে জমিদারের নায়েব জনার্দ্দন রায়ের পুত্র, রবীন রায় পিতার নিষেধ সত্ত্বেও তার অজ্ঞাতে 'হেলেন'-এর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে দর্শক-সাধারণকে মুগ্ধ-বিস্মিত ক'রে তোলে। জমিদার থেকে আরম্ভ ক'রে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যখন রবীন-এর প্রশংসায় উল্লাসে উচ্ছ্বসিত, জনার্দ্দন রায় তখন ক্রোধে অন্ধ-প্রায়! সত্যই তো! কোন্ নীতিবাগীশ পিতা, তার পুত্র বার-বার তিন-বার বি-এ ফেল্ ক'রে, নটী সেজে বেড়াবে সহ্য কর্‌তে পারে?

ফলে, রবীনকে মাতার কাতর
অনুনয়-বিনয় এবং স্নেহ আহ্বান
উপেক্ষা ক'রে
যথারীতি ঃ মা!

যদি মানুষ
হ'য়ে ফির্‌তে
পারি তবেই
ফির্‌বো, নচেৎ এই শেষ, ব'লে
কল্‌কাতার পথে যাত্রা কর্‌তে
হয়।

বাড়ীর অতি পুরাতন ভৃত্য
হাঁদাকে, রবীনকে অনুসরণ ক'রতে ব'লে গৃহিণীও
পিত্রালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

রবীন কল্‌কাতার ছাত্রাবাসে এসে উঠ্‌লো। সেখানে তখন বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ নট কে, সেই সমস্যা সমাধান করার প্রচেষ্টায় সভ্যদের মধ্যে তর্ক-যুদ্ধ হাতা-হাতিতে পৌঁছবার উপক্রম ক'রেছে। রবীন উভয় পক্ষের মান রেখে সে সমস্যার সমাধান কর্‌লো।

তারপর—বহু দিন পরে রবীনকে ফিরে পাওয়ায় সভ্যরা মেসের মধ্যে আনন্দের হুল্লোড় বহিয়ে তুল্‌লো।

উত্তেজনা কমার পর—সাংসারিক অবস্থার কথা উঠ্‌লো। রবীন করুণভাবে তার পিতৃগৃহত্যাগের কাহিনী প্রকাশ ক'রে কল্‌কাতা আগমনের কারণ জানালো।

সকলেই যখন রবীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তায় মগ্ন, তখন অজিত রবীনকে নব-প্রতিষ্ঠিত 'বেকার নাশন কোম্পানী' বা 'সার্ভিস্ সিকিওরিং এজেন্সী'-র কথা স্মরণ করিয়ে দিল। বন্ধুদের উপদেশে রবীন, অসীম

সমুদ্রবক্ষে তৃণসম এই 'বেকার নাশন কোম্পানী'কে বুকে চেপে ধরার জন্য বেরিয়ে পড়্লো।

তারপর—

'বেকার নাশন কোম্পানী'-র অফিসে ঢুক্তে গিয়ে ভুল ক'রে, তার পাশের ঘরে মহিলা পরিচালিতা মাসিক পত্রিকা 'রাজ্যশ্রী' অফিসে ঢুকে পড়্লো। ভুল বুঝ্তে পেরে ও যখন পালিয়ে আসার জন্য পা বাড়িয়েছে, সেই মুহূর্ত্তে ঘরে ঢুক্লো পত্রিকা-সম্পাদিকা অষ্টাদশী রূপসী শ্রীমতী রেবা বোস্।

রবীন-এর অবস্থা হৃদয়ঙ্গম ক'রে এবং ওর কথা-বার্ত্তার ধরণ দেখে, মুগ্ধ এবং কৃপাপরবশ হ'য়ে, রেবা পাশের ঘর থেকে 'বেকার নাশন কোম্পানী'-র সেক্রেটারী সোমেন ঘোষকে ডেকে এনে রবীনকে একটা কাজ জুটিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ কর্লো।

সোমেন, এক অজানা সুদর্শন বেকারের প্রতি তার ভাবি-পত্নীর এই অনুকম্পা প্রদর্শনের আগ্রহ বিশেষ ভাল চোখে দেখ্লো না।

রবীন তা বুঝ্‌লো এবং বুঝ্‌লো ব'লেই সোমেন গৃহত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে রেবাকে ওঁর অফিসেই এক্‌টা চাক্‌রী ক'রে দেবার জন্য অনুরোধ জানালো।

তার উত্তরে মৃদু হেসে রেবা যখন জানালো যে, তা' হবার নয়, কারণ, মেয়ে-পুরুষে এক সঙ্গে কাজ করা তার মতে নিয়ম বিরুদ্ধ—তখন রবীন আরও বেশী অপ্রস্তুত হ'য়ে লজ্জা ঢাক্‌বার জন্য কাণ্ড-জ্ঞানহীনের মত ব'লে বস্‌লো যে, সে তার নিজের জন্য বলে নি—তার এক বোনের জন্য ব'ল্‌ছে।

ব'লে কিন্তু রবীন আরও বেশী বিপদে পড়্‌লো, কারণ, সে স্বপ্নেও ভাবে নি যে, রেবা তার কল্পিত বোনকে চাক্‌রী দিতে স্বীকৃত হবে।

মেসে এসে রবীন যখন তার বন্ধুদের কাছে তার চাকুরী সংগ্রহের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কর্‌লো, তখন বন্ধুরা প্রথমটা কি ক'র্‌বে তা' ভেবে ঠিক্

ক'র্‌তে পার্‌লো না। তারপর—অনেক চিন্তার পর nothing is unfair in love and war নীতি অবলম্বন ক'রে রবীনকে মেয়ে সেজে রেবা বোসের সঙ্গে দেখা কর্‌তে ব'ল্‌ল। বোন হ'য়ে ঢুকে, মিঃ বোসের অফিসে ভায়ের চাক্‌রী সংগ্রহ কর্‌তে বেশী বেগ পেতে হবে না নিশ্চয়ই!

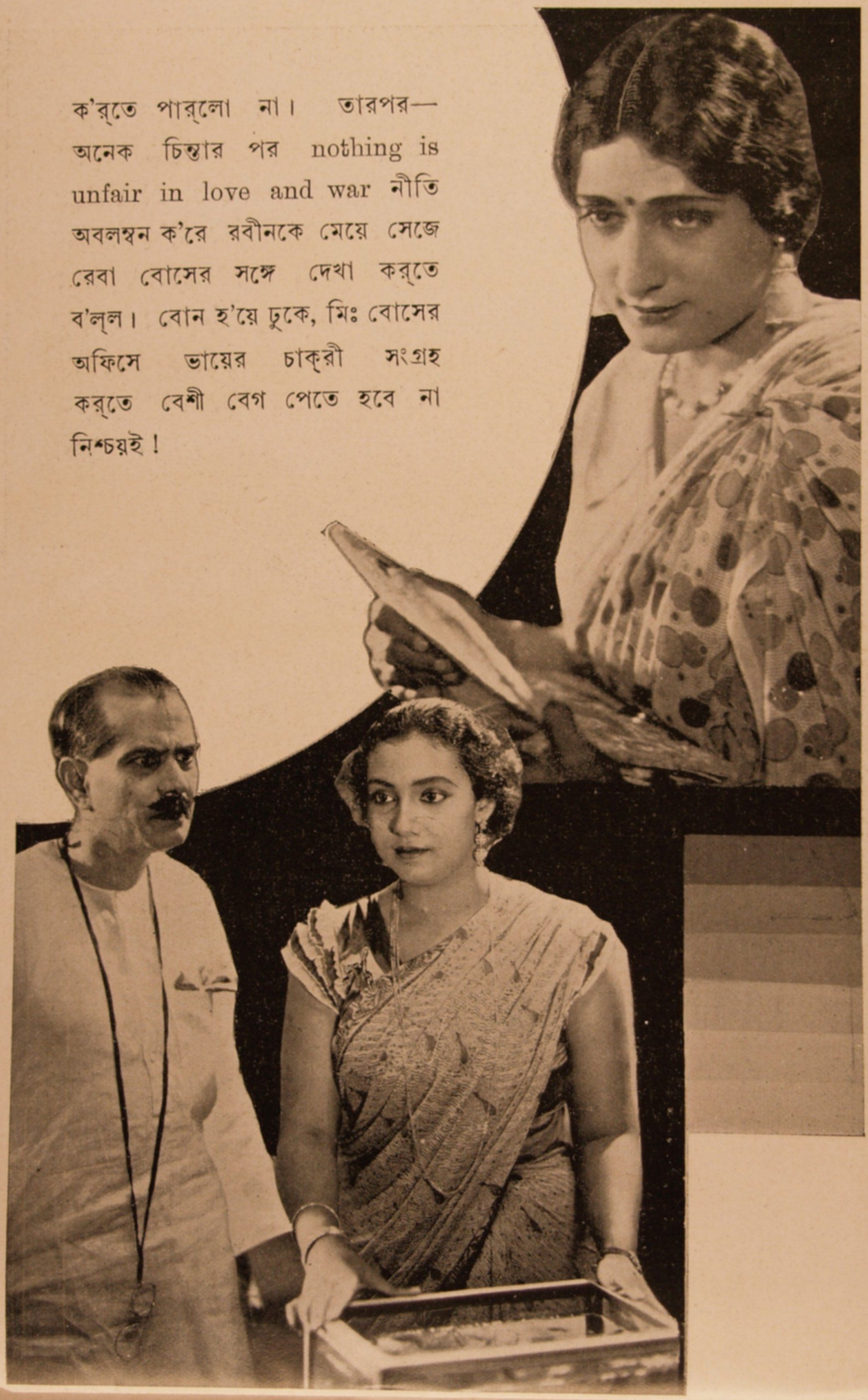

সত্যই রবীনকে বেশী বেগ পেতে হ'ল না। লীলারাণী নাম নিয়ে রবীন মেয়ে সেজে রেবা বোসের কাছে 'রাজ্যশ্রী' অফিসে কাজ পেল।

রবীন ওরফে লীলারাণীর মধুর সঙ্কুচিত ব্যবহারে সকলেই খুশী—বিশেষ ক'রে মুগ্ধ হ'লেন, রেবার বিপত্নীক পিতা ঃ য়্যাটর্ণী মিঃ বোস্। ফলে,

রেবার সুপারিশে লীলারাণীর দাদার অর্থাৎ রবীনেরও একটা কাজ জুটে গেল—মিঃ বোসের বাড়ীতে।—এবার রবীনের নাম হ'ল লীলাময়!

লীলাময়ের প্রতি রেবার এই সমবেদনা এবং সহানুভূতি সোমেন ঘোষ বিশেষ প্রীতির চোখে দেখ্‌লো না। এবং তা দেখ্‌লো না ব'লেই ও নিয়ে রেবার সঙ্গে একদিন খোলা-খুলি আলোচনা কর্‌তে গিয়ে রাগের

মাথায় লীলাময় এবং রেবাকে অভদ্রভাবে আক্রমণ কর্‌তে গিয়ে রেবার কাছ থেকে অপমানিত হ'য়ে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো এবং 'পেনীলেস্ ভ্যাগাবণ্ড'টাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে প'ড়ে লাগ্‌লো। সোমেনকে এ বিষয়ে, নিজের অজ্ঞাতে, রবীনের অতি পুরাতন ভৃত্য হাঁদারাম, অনেক কিছু সাহায্য কর্‌লো।

এ দিকে রবীন একদিন রেবার চিঠির 'ফাইল' গোছাতে গোছাতে সোমেনকে-লেখা রেবার একখানা চিঠি আবিষ্কার কর্‌লো। চিঠিখানিতে রেবা সোমেনকে জানাচ্ছে যে, যে লীলাময়কে সোমেন অকারণে ইতরের মত অপমান ক'রেছে, সেই লীলাময়ের গলায় মালা দিতে তার আপত্তি নেই, সুতরাং সোমেনের সঙ্গে রেবার আজ থেকে কোনও সম্বন্ধ রইলো না!

চিঠিখানি প'ড়ে রবীন আহ্লাদে আত্মহারা হ'য়ে উঠ্‌লো। রেবার কাছে ও নিজের স্বরূপ প্রকাশ ক'রে ক্ষমাভিক্ষা কর্‌বে ঠিক্ কর্‌লো।

এমন সময় হঠাৎ বিপত্নীক মিঃ বোস বিপদ বাধালেন। লীলারাণীকে একলা পেয়ে উনি আর আত্ম-সংবরণ কর্‌তে পার্‌লেন না: প্রেম নিবেদন ক'রে বিয়ে কর্‌তে চাইলেন।

রবীন মহা ফাঁফরে পড়্‌লো:

সোমেন ওর স্বরূপ জেনে গেছে এবং আভাসে রেবা এবং মিঃ বোসকে জানিয়েছে। পুরুষ হ'য়ে নারী সেজে ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে মেশার শাস্তি আইনে যা' হয়, তা' ওর অজানা নয়।

রেবার প্রেমে ও মুগ্ধ।

এবং ওকে নারী ভেবে ওর রূপের আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য মিঃ বোস উন্মাদ।

এ সমস্যা থেকে ওকে বাঁচাবে কে?

সঙ্গীতাংশ

তারা, কেউ ছোট নয় সবাই বড়
সবাই অবতার।
রংমহলের নাট্যশালার সবাই
'ফেমাস্ ষ্টার'॥
কণ্ঠে নীহার মাধুরী ছড়ায়,
রূপেতে রবীন চমক লাগায়,
ভাবে-ভঙ্গিমায় বাণী ঘোষ সম
তুলনা নাহিক কার।
তারা, কেউ ছোট নয়, সবাই বড়
নাহিক কাহার হার॥
এস, বিজয় ডঙ্কা বাজাই সঘনে,
কীর্ত্তি নিশান উড়াই পবনে,
দুন্দুভি নাদে ভরায়ে ভুবন
গাহি জয় সবাকার

রচনা : যোগেন্দ্রনাথ রায় : : কোরাস্

হে সুদূর, হে মোর পরাণ প্রিয় !
আমার মনের বনে, ফুটিলে কুসুম
তুমি তার মুখ রাঙ্গিয়ো।
জোছ্না চাঁদিনী রাতে,
ঘুমালে আঙ্গিনাতে
তুমি তার নয়ন ভরি
সোহাগের স্বপন দিয়ো।
শেফালি পড়িলে ঝ'রে নিরালায় অভিমানে,
চমকি দিয়ো তারে তোমার ঐ গানে-গানে।
তোমার বিজয় রথে
যেতে এই বিজন পথে
হে নিঠুর তুলে নিয়ো, দু'টো ঝরা ফুল
কুড়িয়ে নিয়ো।

রচনা : ধীরেন মুখার্জ্জি
গেয়েছেন : শ্রীমতী রাণীবালা

চকিতে আঁখি পাতে
আসিল কার ছায়া,
গোপনে মনে-মনে
ফেরে কাহার মায়া।
নিশীথে ঘুম ঘোরে,
অচেনা সুর ডোরে,
বাঁধে যে দু'জনারে,
কোমল তারে।
পরশে হিয়াতলে
গানের শিখা মেলে
দিঠিতে চুমে যেন
সু-তনু কায়া।

লিখেছেন এবং গেয়েছেন : অমল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার নয়ন তীরে,
কে এল আজ, কে এল রে ?
সাজায়ে রূপের ডালি,
কে এল প্রদীপ জ্বালি,
কোন্ রূপসী এলরে হেথা
চরণ ফেলে ধীরে ?
মুখেতে বিজলী হাসি
ঝরিছে সুষমা রাশি
চরণ নূপুরে বাজে বীণা
আকাশ-বাতাস ঘিরে।

রচনা : যোগেন্দ্রনাথ রায়
গেয়েছেন : মৃণাল ঘোষ

দখিণ সমীরণে ভেসে এল কার বারতা
মন-বনে জাগে একি চঞ্চলতা
ভেসে এল কার বারতা।
আজি মোর অনুরাগ রাগে
(যেন) স্বপনে পরশ তারি লাগে
যেন অনাগত ভ্রমরের লাগি
ফুলে জাগে এ তনুলতা।

প্রাণ বলে চিনি বঁধু
তোমারে চিনি ;
পরাণে এলেনা, তবু হৃদয়
নিলেগো জিনি।

আজি মোর মুকুলিত বনে
তব বাঁশী বাজে ক্ষণে-ক্ষণে
(আমি) পূজার কুসুম সম তব পায়ে
হব প্রণতা।

লিখেছেন : শৈলেন রায়
গেয়েছেন : শ্রীমতী রাণীবালা

আমি রইবো না আর কল্‌কাতায়
দিয়ে লম্বা পাড়ী, চ'ড়ে গাড়ী
(তোরে) নিয়ে যাবো মথুরায়
সে যে মোর কমলমণি, চাঁদবদনী,
লাখ টাকা তার দাম
রাখ্‌বো তারে বুকে পুরে মুছিয়ে দেবো ঘাম।
হাতে দেবো বাজু-বন্ধ, কানে দেব দুল
তারার মালায় ঢেকে দেবো
ভোম্‌রা কাল চুল।
ও তার হলুদ পানা রং
মরি কিবে যে তার ঢং
দেখ্‌লে তারে ভির্‌মী লাগে
প্রাণ বাঁচানো দায়।
মরি, হায়, হায়, হায়।
তারে নিয়ে চ'লে যাবো
যে দিক্ দু'চোখ্ যায়।
সেই মোদের সোনার গাঁয়।

রচনা : যোগেন্দ্রনাথ রায়
গেয়েছেন : কুমার মিত্র

প্রেম কিয়া যব তন্‌মন্‌সে
প্রেমসে কেঁও ঘাব ড়াও'য়েঙ্গে
প্রেমসে মন কি ভেঁট্ চড়াকর
প্রেম নাম কর্ যায়েঙ্গে।

প্রেমিকা ব্যাকুল হৃদে
তব শান্ত অতি আনন্দ ভয়ে
যব হোঞে মালুম কে প্রীতম
আজ মেরে ঘর আয়েঙ্গে।

যব্ আম্‌সে আঁখ মিলেগী
তব্ প্রেমকি আঁগ জ্বলেগী
উস্ আঁগ্‌মে জ্বল্‌কর্ দোনো প্রেমী,
সদা অমর হো যায়েঙ্গে।

প্রেমকে হায় মন্‌জুর পূজারী,
প্রেম হি কে গুণ যায়েঙ্গে
প্রেমকে কারণ জনম লিয়া হায়,
প্রেম হি সে মর যায়েঙ্গে।

রচনা : মিঃ মন্‌জুর ঃ ঃ গেয়েছেন ঃ আঙ্গুর

আঁখির সাগর জলে
মিলনেরই শতদল
লাজারুণ রাগে যদি বা ফুটিল
ঝ'রে পড়ে ফুল দল।
তোমার-আমার মাঝে
এ কোন্ বিরহ বাজে
প্রেমের প্রদীপ জ্ব'লে ওঠে প্রিয়
বিরহের হোমানল।
সে কোন্ উতলা প্রাতে,
প্রভাতের ফুল সম
মোরে দেব তব হাতে
সুন্দর প্রিয়তম।
আশার শেফালিগুলি
ধুলাতে হবে কি ধুলি ?
নয়নে কি দুলিবে শিশির
বেদনায় ছল-ছল ?

লিখেছেন : শৈলেন রায়
গেয়েছেন : শ্রীমতী রাণীবালা

Cover Engraved & Printed by
Bharat Phototype Studio.